BANGLADESH JOURNAL OF ISLAMIC THOUGHT, 13(20), 2017: 77-92
Copyright © BIIT
ISSN 1816-689X

নবি মুহাম্মদ সা.-এর জীবন-দর্শন ও সমকালীন বিশ্ব

The Philosophy of the Life of Prophet Muhammad (SAAS) and the Contemporary World

মো: আবদুল হান্নান খন্দকার*

সার সংক্ষেপ: 'নবি মুহাম্মদ সা.-এর জীবন-দর্শন ও সমকালীন বিশ্ব' শীর্ষক এ গবেষণা প্রবন্ধে স্বল্প পরিসরে রসুল মুহাম্মদ সা. তাঁর যুগে কী করতে চেয়েছিলেন এবং এক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য কতটুকু- এ পর্যালোচনার পাশাপাশি সমকালীন বিশ্বের সমস্যাসমূহের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রগুলোকে চিহ্নিত করে তার সফল সমাধানের উপায় বের করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ যুগে তাঁকে অনুসরণ করলে কেও জঙ্গী বা সন্ত্রাসী হবে কি না বাস্তবতার নিরিখে এখানে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। নবি মুহাম্মদের পরশে বেদুঈন আরবরা সভ্যতার চূড়ান্ত শিখরে আরোহণ করেছিল। তিনি ছিলেন পরশ পাথরতুল্য। অমুসলিম জ্ঞানী-গুণীরাও একথা অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত মুহাম্মদ সা.-এর সমতুল্য কাউকে পাওয়া যায়নি। তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মহা মানব। তবে যুগ যুগ ধরেই ষড়যন্ত্র ছিল, প্রতিহিংসা ছিল, সত্যের শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ছিল। মিথ্যা প্রচার-প্রোপাগান্ডার জোরে অনেক সময় তাঁর আদর্শের অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। অনেকে প্রশ্ন তুলছেন, বর্তমান প্রেক্ষিতে তাঁকে অনুসরণ করা যাবে কি না কিংবা করা উচিত হবে কি না? এসবের পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, হাজারো মিথ্যা প্রচার-প্রোপাগান্ডা সত্ত্বেও সমকালীন বিশ্বে যেকোনো ইস্যুতে নবি সা.-এর মহান আদর্শের মাহাত্ম্য এতটুকু ম্লান হয়নি। তাই আজকের প্রেক্ষাপটেও এ কথা অকপটে ঘোষণা করা যায় যে, যারাই তাঁর এ মহান আদর্শকে পূর্ণভাবে অনুসরণ করবে তারাই সফলকাম হবে। তাঁর আদর্শের অনুসরণেই কেবল এই পৃথিবীকে একটি নিরাপদ আবাসভূমি রূপে গড়ে তোলা সম্ভব হবে, মিলবে কাঙ্ক্ষিত ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি।

মূল শব্দসমূহ: জীবন-দর্শন, ইনসাফ, উন্নতি এবং পরিণতি।

Abstract: In the article 'the Philosophy of the Life of Prophet Muhammad (SAAS) and the Contemporary World', it has been tried to analyze to what extext the Prophet (SAAS) became successful with his mission. It has also been tried to analyze the particular areas of the contemporary problems and their possible way out as well. Whether by following him anyone can be turned into a terrorist or whether he (Prophet) shall still be followed in this age has also been tried to analyze in a pratical context. It is only for the Prophet (SAAS) that a nomadic Arabs of the desert could touch the final peack of civilization. He is like a touchstone. Even the non-Muslim scholars

* মো: আবদুল হান্নান খন্দকার, সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, সরকারি হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সিগঞ্জ। E-mail: *hannankhandaker@gmail.com*

confessed that there is none comparable to Prophet Muhammad (SAAS) in the whole world. He is the greatest among the human being. But there were conspiracies, vengeance, and strong opponents of the truth in all times. His ideologies have always been misinterpreted only because of false propaganda. Many are raising questions as to whether the Prophet (SAAS) should be followed in the present context. Despite thousands of false propagandas, the greatness of the ideology of Prophet Muhammad (SAAS) has not faded away. Therefore, it can be said undoubetly that everyone who will follow the Prophet's ideologies with full confidence will succeed in life. Only following his ideologies, it is possible to make this earth safe and achieve both the desired peace on this earth and redeption in the and hereafter.

Keywords: Philosophy of life, Insaf, Development and Predicament.

ভূমিকা

যদি আমরা এক হাজার চার'শ বছর পূর্বের পৃথিবীর কথা চিন্তা করি তবে দেখতে পাব- তখন পৃথিবীর মানুষের পরস্পরের মধ্যে চিন্তার আদান-প্রদানের উপায় উপকরণ ছিল অতি সামান্য। দেশ ও জাতির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম ছিল সীমিত। মানুষের জানার পরিধি ছিল অতি সংকীর্ণ। চিন্তা ছিল অপরিপক্ব। অজ্ঞতার সূচিভেদ্য অন্ধকারের বুকে জ্ঞানের রেখাটি ছিল ক্ষীণতর। আঁধার সমুদ্রের পর্বতপ্রমাণ ঢেউগুলোকে সরিয়ে আলোর রেখাটি এগিয়ে যাচ্ছিল অতি কষ্টে। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, রেডিও, টেলিভিশন, যন্ত্রচালিত যান সবই ছিল অনাবিষ্কৃত। ছিল না ছাপাখানা আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব। সে যুগের একজন পণ্ডিত কিংবা উচ্চ মর্যাদার রুচিশীল প্রগতিবাদী সংস্কৃতিবান ব্যক্তিটিও আজকের যুগের একজন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা কল্পনা করতে পারেনি। মানুষরা পাপাচারে নিমজ্জিত ছিল আকণ্ঠ। অধঃপতনের অতল গহ্বরে তারা ডুবে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে মানবতার একজন মুক্তিদূতের বড় প্রয়োজন দেখা দেয়ায় আল্লাহ তায়ালা ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আবির্ভাব ঘটালেন এক মহামানবের। তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন সায়্যিদুল মুরসালিন, খাতামুন-নাবিয়্যীন মুহাম্মদ সা.। মানব সৃষ্টির আদিতেও তিনি নবি হিসেবে লিপিবদ্ধ ছিলেন। হাদিসে এসেছে, নবি সা. বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট আমি তখনও শেষনবি হিসেবে লিখিত ছিলাম, যখন আদম আ. মাটির খামীরার মধ্যে ছিলেন।[১]

আজকের এই যুগটিকে উত্তরাধুনিক বলে ধরা হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের এই যুগে চৌদ্দ'শ বছরেরও বেশি সময় পূর্বে আবির্ভূত একজন ব্যক্তির কর্মকাণ্ড ও রাষ্ট্রচিন্তা আজকের যুগে কতখানি প্রাসঙ্গিক, অথবা জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টির সহায়ক হবে কিনা? সে প্রশ্ন আসতেই পারে। মুহাম্মদ সা.-এর সামাজিক ও আত্মিক উন্নয়ন এবং দর্শন বর্তমান প্রেক্ষাপটে কী ধরনের প্রভাব বিস্তার করবে? তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে মানুষের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, চাহিদা এবং যোগান যেখানে আকাশ ছোঁয়া সেখানে নিরক্ষর মুহাম্মদ সা.-এর দর্শন বিশ্ব সমাজব্যবস্থাকে কি পেছনের দিকে নিয়ে যাবে না? ইত্যাদি হরেক রকম প্রশ্ন উঠতেই পারে। এমতাবস্থায় সেকেন্ডারি উৎসকে ভিত্তি করে ইসলামের ইতিহাসের একজন ছাত্র হিসেবে এই যুগ সন্ধিক্ষণে উল্লেখিত প্রশ্নের জবাব ও এর আলোকে করণীয় কী তা উপস্থাপনের প্রয়াস পাব এই প্রবন্ধে। একথা ঠিক যে, এই ধরনের লেখা পূর্বেও অনেক হয়েছে,

হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হতে থাকবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কুরআন ও হাদিসের মূল স্পিরিট (Sprit) কে ঠিক রেখে কেয়ামত পর্যন্ত মানুষের এই প্রয়াস অব্যাহত থাকবে এবং প্রত্যেক বারই মনে হবে এই আইডিয়াটি নতুন ও এর সমাধান খুবই চমৎকার হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রত্যেক বারই প্রমাণিত হবে যে, মুহাম্মদ সা. সত্যিই একজন রসুল ও সর্বকালের সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ আধুনিক মনীষী, বিশ্বনেতা। নবি প্রেমিক কখনই জঙ্গী বা সন্ত্রাসী হবে না এবং নিপরাধ মানুষকে হত্যা করতে পারে না। এটিই মুহাম্মদ সা.-এর কৃতিত্ব।

হযরত মুহাম্মদ সা.-এর কর্মপরিধি

মানব জীবনের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে বৈচিত্রময় অধ্যায়সমূহ অতিক্রম করতে হয় যেমন: শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য ইত্যাদি এমন প্রতিটি স্তরে তিনি ছিলেন অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এই রকম বহুবিধ পর্বে তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন বহুমাত্রিক ভূমিকায়- যেমন: সন্তান, পিতা, স্বামী, শ্রমজীবী, ব্যবসায়ী, কর্মী, নেতা, শিক্ষক, বিচারক, দার্শনিক, বাগ্মী, সেনাপতি, বিজেতা, রাষ্ট্রনায়ক, মানবতাবাদী, সর্বোপরি ধর্মপ্রবর্তক বা রসুল। যার প্রতিটি লগ্নে তিনি মানবজাতির জন্য স্থাপন করেছেন উত্তম ও অনুপম আদর্শ। বস্তুত বিশ্ব মনীষার শ্রীবৃদ্ধি ও সৌকর্য সাধনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। এডওয়ার্ড গীবন নবি সা.-এর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, "যারা তাঁকে (নবিকে) স্বচক্ষে দেখেছে তারা আকস্মিকভাবে শ্রদ্ধাপ্লুত হয়েছে। যারা তাঁর সংস্পর্শে এসেছে তারা তাঁকে ভালোবেসেছে। যারা তার সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছে; তারা বলতে বাধ্য হয়েছে, আমি আগে বা পরে তাঁর অনুরূপ কাউকে দেখিনি"।[২]

আবির্ভাব ও কৈশোরকাল

৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে ২৯ আগস্ট মোতাবেক ১২/৯ রবিউল আউয়াল রোজ সোমবার প্রত্যূষে আরবের মক্কা নগরীতে সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশে আব্দুল্লাহর ঔরসে এবং মা আমিনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন তিনি।

জন্মের পূর্বেই হারালেন পিতা, হলেন ইয়াতিম। শৈশবে মা ও দাদার স্নেহবঞ্চিত থেকেই শুরু হল সংগ্রামী জীবন, তাঁর নাম রাখা হলো আহমদ/মুহাম্মদ। ইয়াতিম ও আর্থিক অস্বচ্ছল হওয়ার দরুণ অন্য কোনো মহিলা তাঁর দুধ পান করানোর দায়িত্ব না নেয়ায় রুগ্নকায় হালিমার ভাগ্যে জোটে তাঁর দুধ পান করানোর দায়িত্ব। অল্প সময়ের মধ্যে দুধ-মা হালিমা শারিরীকভাবে সুস্থ হয়ে ওঠেন। মুহাম্মদ তাঁর জন্য বরাদ্দ ডান পাশের দুধ পান করতেন অপরটি রেখে দিতেন দুধ ভাইয়ের জন্য। এটা ছিল সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকার সূচনা। একটু বড় হবার পর বেদুঈন ছেলেদের সাথে ছাগল চড়াতে বের হতেন। মুহাম্মদ সা.-এর বয়স যখন বিশ, কৈশোর শেষে যৌবনের গোড়ায়, তখন "আরব সমাজ যুদ্ধ, মারামারি, কলহ, খুন, জীবিত কন্যা সন্তান দাফন, নারী নির্যাতন, ব্যভিচার, জুলুম, মদ্যপান, লুণ্ঠন, সন্ত্রাস, চুরি, জুয়াখেলা, মূর্তিপূজা, প্রকৃতিপূজা, নক্ষত্র পূজা, অপসংস্কৃতি, ভূত-প্রেতে বিশ্বাস ইত্যাদিতে ডুবে গিয়েছিল"।ঐ দেশের লোকেরা এত নিম্নস্তরে নেমে গিয়েছিল যে, কুরায়েশরা মূর্তিপূজা শুরু করল। সেই সাথে নিজেদেরকে ইবরাহীম আ. -এর একান্ত অনুসারী হিসাবে ভাবত। এছাড়া তারা নিজেদেরকে 'আল্লাহর ঘরের বাসিন্দা' বলেও দাবি করত।[৩]

সাংগঠনিক কর্মপরিধি

মুহাম্মদ সা. সামাজিক কর্মকান্ডে নিজেকে জড়াতে থাকেন। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় গড়ে তোলেন এক সংগঠন, যার নাম 'হিলফুল ফুযুল'। তখনকার সমাজব্যবস্থায় আরব দেশে কিছু সত্যপন্থী ও শান্তিকামী লোক

ছিলেন। আর তারা ছিলেন ঐ হিলফুল ফুযুলের সদস্য। হিলফুল ফুযুলের অর্থ কল্যাণ সমিতি অর্থাৎ শান্তি সংঘ বা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার শপথ। হিলফুল ফুযুলের শপথ বাক্য ছিল 'যতদিন সমুদ্রে একটি পশম ভেজানোর পানি অবশিষ্ট থাকবে, ততদিন পর্যন্ত এই শপথ বলবৎ থাকবে'। হিলফুল ফুযুলের প্রধান কয়েকটি উদ্দেশ্য ছিল (১) মজলুমকে সাহায্য করা, (২) জালিমকে প্রতিহত করা, (৩) বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা, (৪) বহিরাগতদের জান-মাল ও মান-ইজ্জতের হেফাজত করা, (৫) দেশ থেকে সব রকম অশান্তি দূর করা, (৬) মানুষ ভাই ভাই এই কথা সকলকে শিক্ষা দেয়া, (৭) ইয়াতিম ও বিধবাদের সাহায্য সহযোগিতা করা।[৪]

বাস্তবতা হচ্ছে, রসুল সা.-এর নবুয়াতের তেইশ বছর সময়কালে যে সকল ঘটনাগুলি ঘটেছিল বা পরে ঘটেছে বর্তমানেও সাবলিলভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আমাদের মাঝে সে সমস্ত ঘটনাগুলি সগৌরবে উপস্থিত আছে। একটি গোষ্ঠী জঙ্গীতৎপরতা, সন্ত্রাস ও মানুষ হত্যায় লিপ্ত হয়েছে অথবা কোনো চক্র তাদেরকে লিপ্ত করেছে ইসলাম ও মুহাম্মদ সা.-কে সমাজে হেয় করার জন্য। তাই আমাদের সমাজে শান্তি আনতে হলে ইয়াতিম অসহায় মজলুম আর নির্যাতিত নারীকে মুক্তি দিতে হলে ইস্পাত কঠিন শপথ নিয়ে নবি মুহাম্মদ সা.-কে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করতে হবে। যাবতীয় অন্যায় সন্ত্রাস, গুম, খুন ও জঙ্গীপনাকে অবশ্যই 'না' বলতে হবে।

সফল ব্যবসায়ী

নবি সা. যৌবনে পৌঁছে শুরু করেন ব্যবসা। লেনদেনে তিনি ছিলেন খুবই বিশ্বস্ত। যাদের সাথে হেসে খেলে কৈশোর থেকে যৌবনে পা দিলেন, যাদের সাথে লেনদেন ও মেলামেশা করতেন, শুরু থেকেই স্বভাবে-চরিত্রে, অভ্যাসে-আচরণে তিনি ছিলেন সবার থেকে আলাদা। ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রেও তিনি সততা ও নৈতিকতাকে উর্ধ্বে তুলে ধরলেন। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন,

> আল্লাহ ব্যবসাকে বৈধ/হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম/অবৈধ।[৫]

অন্যত্র কুরআনে আরও বলা হয়েছে,

> আমি দিবাভাগকে উপজীবিকা অর্জনের উপায় নির্ধারিত করেছি।[৬]

অন্যত্র বলা হয়েছে,

> তোমাদের প্রভু হতে ধন সম্পত্তি প্রার্থনা করতে কোনো পাপ নেই।[৭]

মহানবি সা. বলেন,

> ব্যবসা কর কেননা পৃথিবীর সমগ্র লভ্যাংশের দশ ভাগের নয় ভাগ ব্যবসায়ে নিহিত আছে।[৮]

মহানবি সা. বলেছেন, কোনো পণ্য বিক্রির সময় এর দুর্বল দিকটি যেন তোমরা ঢেকে না রাখ।[৯] খাদিজা রা.-এর ক্ষয়িষ্ণু ব্যবসার ভার যখন মুহাম্মদ সা. উপর অর্পিত হয় তখন থেকে ব্যবসা দ্রুত উন্নতি হতে থাকে, আর মুহাম্মদ সা. দু'হাতে অর্জিত অর্থ মানুষকে বিলাতে থাকেন। বর্তমানে পৃথিবীতে কতজন ব্যবসায়ী নৈতিকতার সাথে ব্যবসা করেন তা বলা কঠিন। তবে অনেকে সাময়িক লাভবান হলেও অনেক সময় অনৈতিক ব্যবসার কারণে ব্যবসায় ধস ও জীবননাশের কারণ হয়ে থাকে। অনেক জ্ঞানপাপী আছেন যারা সুদ আর ব্যবসাকে একই বলে চালাতে চান। অনেকে ইসলামের হালাল ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করেন। আমরা ছোট একটি উদাহরণ থেকে

বুঝতে পারি যে, একজন পুরুষ তার বিবাহিত স্ত্রীর মাধ্যমে সন্তান লাভ করল আর অন্য একজন পুরুষ অবিবাহিত অবস্থায় কোনো মহিলার সম্মতিতে হয়তো ঐ মহিলার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে সন্তান লাভ করল, তাদের উভয়েরই উদ্দেশ্য পূরুণ হলো ঠিকই, কিন্তু প্রথমটি হল বৈধ আর দ্বিতীয়টি হল অবৈধ। আহলে কিতাবসহ অন্যান্য ধর্মেও এই বক্তব্য সঠিক বলে মনে করা হয়। তাই ব্যবসার ক্ষেত্রে ঝুঁকিকে যদি গ্রহণ করে দুই পক্ষের চুক্তি হয় তাহলেই এটি বৈধ। তাই আমরা বলতে পারি যে, রসুল সা.-এর আদর্শে যারাই ব্যবসা করবে তারা সফলতার উচ্চ মার্গে পৌঁছতে সক্ষম হবেএবং সেই সাথে যদি ইমান আর নৈতিকতা থাকে সে পরকালেও মুক্তি পাবে। দুনিয়ায়ও আদর্শ মানুষ হিসেবে বিবেচিত হবে। কারণ, ধোকাবাজ আর অন্যের অধিকার হরণকারী কখনোই মুহাম্মদ সা.-এর অনুসারী হতে পারে না।

ব্যক্তিগত ও চারিত্রিক মাধুর্য এবং নেতৃত্বের গুণাবলি

মদ্য পান, মিথ্যা বলা, অশ্লীল কথা শোনা ও বলা, কারও সাথে তিক্ততা সৃষ্টি, ঝগড়া করা ইত্যাদি থেকে তিনি ছিলেন অনেক দূরে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে তাঁকে কেউ নগ্ন অবস্থায় দেখেনি। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কখনো অবৈধ পন্থা কিংবা দুর্নীতির আশ্রয় নিতেন না। গোত্রীয় ও উপজাতীয়দের মধ্যে যুদ্ধ বা সংঘর্ষ সৃষ্টি হলে তিনি ন্যায়ভিত্তিক শালিস করতেন। একবার হাজরে-আসওয়াদ স্থানান্তরকে কেন্দ্র করে কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে সেখানে তিনি এক চমৎকার ফয়সালা দিয়ে সকলের মন জয় করতে পেরেছিলেন। তার শালীন আচরণ, ভদ্রোচিত ব্যবহার, বন্ধুবৎসল নীতি, বিশ্বস্ততা, আমানতদারিতা এসবের জন্য আরববাসীরা তাঁকে আল-আমিন বা বিশ্বাসী খেতাবে ভূষিত করেছিল। কুরআনে আল্লাহ রসুল সা.-কে সচ্চরিত্রের সার্টিফিকেট দিয়েছেন,

> হে লোকেরা- নিশ্চয়ই আল্লাহর রসুলের মধ্যে তোমাদের জন্য সুন্দর আদর্শ রয়েছে।[১০]

নবি সা. শৈশব ও যৌবনে যে আদর্শ চরিত্রের নজির রেখেছেন সে অনুসারে যেকোনো দেশের ছেলে মেয়েদের যদি গড়ে তোলা যায় তাহলেই তারা নিজেদেরকে সভ্য বলে দাবি করতে পারবে। কারণ আরব দেশে কুসংস্কার, বিবাদ, বিসংবাদ, নগ্নতা, অশ্লীলতা এবং নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় কলুষিত পরিবেশে যুবক মুহাম্মদ নিজ চরিত্রের যে মহান নমুনা রেখেছিলেন পাশ্চাত্যের যেকোনো সভ্যতার দাবিদার তা স্বীকার করতে বাধ্য।

যৌবনের কর্মকাণ্ড

২৫ বছর বয়সে ৪০ বছরের এক রমণীকে বিয়ে করে তাক লাগিয়ে দেন সমাজকে। যার নাম খাদিজাতুল কোবরা, আরব সমাজ তাঁকে তাহেরা বা পবিত্র বলে জানত। একদা খাদিজা রা. স্বপ্নে দেখলেন আকাশ থেকে চাঁদ নেমে তার কোলে এসে বসল আর তার জ্যোতিতে সমস্ত আরব দেশ আলোকময় হয়ে গেল। শুধু আরব দেশ নয় সে আলো দুনিয়ার দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। এ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় তখনকার আরবের প্রখ্যাত দরবেশ ও জ্যোর্তিবিদ বাহিরা বলেন যে, আপনি (খাদিজা) খুব ভাগ্যবতী। শেষ বিশ্বনবিকে আপনি স্বামী রূপে পাবেন, তিনি মক্কার হাশেম বংশে জন্ম লাভ করেছেন। তাঁর পূণ্য জ্যোতিতে শুধু আরব নয়, সারা দুনিয়ার আঁধার মুছে যাবে।

স্ত্রী হয়েও খাদিজা রা. ছিলেন মুহাম্মদ সা.-এর একজন অভিভাবক, প্রত্যেক কাজের পূর্বে ও পরে তিনি খাদিজা রা.-এর সাথে পরামর্শ করতেন ও বলতেন। তাহলে যে নবির অভিভাবক ছিলেন একজন নারী সেই নবির অনুসারী কি কখনো নারী বিদ্ধেষী বা সন্ত্রাসী হতে পারে! এক কথায় না।

নবুয়ত সনদ

মুহাম্মদ সা.-এর বয়স যখন চল্লিশ, এর কিছুকাল পূর্ব থেকেই তিনি হেরা গুহায় ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। নিজেকে প্রশ্ন করতেন আমি কে? কোথা থেকে আসলাম? কেনই বা আসলাম? আমার দায়িত্ব কী? দুনিয়ার কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষক যাঁকে নাম দস্তখতটুকু শেখায়নি এমন ব্যক্তি নিজেকে প্রশ্ন করেন, তিনি কে? কী তাঁর পরিচয়? এমন এক পরিস্থিতিতে ফেরেস্তা জিবরাইল ওহি নিয়ে আসলেন, আর জড়িয়ে ধরে পড়িয়ে শিখিয়ে দিলেন-

ইকরা বিইসমি রাব্বিকা আল্লাজী খালাকঅর্থাৎ পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।[১১]

ধর্মপ্রচারক, শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও ভদ্র ব্যক্তিত্ব

ধর্মপ্রচারক ও রসুল হিসেবে যখন শুরু হল যাত্রা, তখনই তাঁর ওপর নেমে আসতে থাকে নির্যাতন ও নিপীড়নের সকল খড়্গ। একদিকে নেতা ও রসুল হিসেবে জাতিকে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, লুণ্ঠন, হত্যা, জুলুম-নির্যাতন ইত্যাদি যাবতীয় অপরাধমূলক কর্ম থেকে তাদের সরে এসে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ নক্ষত্রসহ সৌরজগতের স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানাতে থাকেন। আর অপরদিকে, লোকজন তাকে পাগল, জাদুকর, প্রতারক আভিজাত্যের প্রতি কলঙ্কলেপনকারী আখ্যা দিয়ে চালাতে থাকে নির্যাতনের স্ট্রীম রোলার। নবুয়ত পূর্বে তিনি সমাজের আর দশটি লোকের ন্যায় একজন সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। কোনোদিন কেউ তাঁর বক্তৃতা শোনেনি, তিনি আলোচনা করেননি কখনো সৃষ্টি, স্রষ্টা, ধর্ম, নৈতিকতা বা কখনো তাঁর আলাপচারিতায়ও প্রকাশ পায়নি আল্লাহ ফিরিশতা, জান্নাত কিংবা জাহান্নামের নাম। আর এখন তিনি হয়ে উঠেলেন এই সকল বিষয়ে একজন সুপণ্ডিত, বাগ্মী। দুনিয়ার কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা না করেও ভাষা জ্ঞানে তিনি ছিলেন একজন উঁচুমার্গের ব্যক্তি। কেউ কোনোদিন তাঁর নিকট কোনো ভুল উচ্চারণের বাক্য শোনেনি। জগতের জন্য তিনি ঘোষণা করেন-

আমি তোমাদের নিকট শিক্ষক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি।[১২]

তিনি একদিকে সার্থক রাজনীতিবিদ এবং অন্য দিকে ধর্মীয় শিক্ষক।

ধৈর্যের সাথে নির্যাতন মোকাবেলা

নবুয়াত লাভের পর হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত জীবনের গতি প্রকৃতি নির্দেশনা ছিল এক ধরনের, আর হিজরত পরবর্তী জীবনের গতি প্রকৃতি ছিল অন্য ধরনের। প্রথম অংশটি ছিল কণ্টকাকীর্ণ। তাঁর নিজের ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি নির্যাতনের যত প্রকার আছে সকল ধরনের নির্যাতন শুরু করল মক্কার কাফিরগণ। গঠন করল নির্যাতন কমিটি। এক পর্যায়ে তিন তিনটি বছর অন্তরীণ (বয়কট) করে রাখা হল তাদেরকে। সকল বয়সী লোকেরা বিভিন্ন প্রকারে অপপ্রচার চালিয়ে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল। চূড়ান্ত পর্যায়ে আল্লাহর নির্দেশে মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করেন। যাবার পথে বার বার মক্কার দিকে ফিরে ফিরে মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির টানে বলতে লাগলেন, 'হে মক্কার মাটি! জালেমরা তোমার বুকে আমায় থাকতে দিল না'।[১৩] মদিনায় হিজরত করায় তিনি ও তাঁর সহযোদ্ধারা কিছু সময়ের জন্য হলেও মক্কাবাসীর অত্যাচার থেকে নিস্তার লাভ করেছিলেন। এত অভাব অত্যাচার আর নির্যাতনের পরও তার দলের কোনো সদস্য জঙ্গী সন্ত্রাসী হয় নাই বরং ধৈর্যের পরাকাষ্ঠ্য প্রদর্শনে শ্রেষ্টত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক ও রাজনীতিবিদ

মক্কায় অবস্থানকালীন যেখানে তিনি ছিলেন একজন সাধারণ ধর্ম প্রবর্তক, আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ, হিজরতের পর অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। তিনি হয়ে উঠলেন অতুলনীয় জ্ঞানী, অসাধারণ সমাজ সংস্কারক, উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠক। একজন বিস্ময়কর রাজনীতি বিশেষজ্ঞ, আইন প্রণেতা, একজন উন্নত পর্যায়ের বিচারক এবং নজিরবিহীন সিপাহসালার রূপে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হলেন। তিনি আরব জাতি ও বিশ্ববাসীর দিন বদলে দিলেন। কিছু কাল আগেও যাদের আয়ের উৎস ছিল সুদি কারবার, লুটতরাজ আর অবৈধ ব্যবসা; সভ্যতার মাপকাঠি ছিল জুয়া, মদ আর নারী ভোগ; এরাই নবির স্পর্শে এসে হয়ে উঠলেন এক একটি পরশ পাথর।

মিদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে প্রথমেই তিনি সব ধর্মের লোকদের সকল ধরনের নিরাপত্তার বিধান করলেন। মদিনা সনদ তৈরির মাধ্যমে সৃষ্টি করলেন পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান। স্বৈরাচারী শাসকরা কখনো কোনো বিধি বিধানে আবদ্ধ থাকতে চায় না। কারণ পাছে তারা এই বিধির আওতায় পড়ে যাবে এই ভয়ে। রসুল মুহাম্মদ সা. মদিনা সনদ তৈরির মাধ্যমে মদিনাকে একটি আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রে রূপ দিতে সমর্থ হলেন। তিনি প্রমাণ করলেন মুসলমাগণ অমুসলিমদের নিকট নিরাপদ না হলেও মুসলমানদের নিকট অমুসলিমগণ সর্ম্পূণ নিরাপদ। মানুষের মৌলিক অধিকার পাঁচটি, এটি একটি সাধারণ কথা। তিনি প্রমাণ করলেন, এর চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার হলো মানুষের জান ও মালের নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত করা। যেমনটি আজও মানুষ ক্ষমতার মোহে অবহেলা করে থাকে। কাজেই বর্তমান সময়ে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে আমরা যদি তাঁকে পূর্ণভাবে অনুসরণ করি, তাঁর আদর্শকে মনে প্রাণে কর্মে ও ধ্যানে ধারণ করি তাহলে একটি জনকল্যাণমূলক গণতান্ত্রিক উন্নত রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব। যেখানে মানুষগুলো পরস্পর পরস্পরের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে, একে অন্যের প্রতি হবে সহানুভূতিশীল এবং সম্পর্ক হবে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায়। গঠিত হবে শান্তির কল্যাণ রাষ্ট্র। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই হবে ভালো মানুষ।

দিন বদলের মাধ্যমে সাম্যের গান

আরবের সে কঠিন প্রকৃতির লোকগুলোকে যুক্তিবাদ, বাস্তববাদ ও যথার্থ আল্লাহ ভীতিভিত্তিক ধর্মের দিকে ধাবিত করলেন। তিনি মানুষকে জানিয়ে দিলেন, বুদ্ধি ও অনুভূতির পার্থক্যকারী সীমারেখা। তিনি ধর্মের সাথে জ্ঞান ও কর্মের এবং জ্ঞান ও কর্মের সাথে ধর্মের সম্পর্ক সৃষ্টি করলেন। সমাজ সংস্কৃতি ও পার্থিব কর্মজীবনের মধ্যে নৈতিকতার মাহাত্ম্য উন্নয়নে পরকালীন দিশা দিলেন। তাঁর জীবন ছিল সমস্ত উন্নত গুণের অপার সমারোহ। বিশ্ব মনীষীবৃন্দের মধ্যে একজনও এমন নেই, যার শ্রেষ্ঠ ও উন্নত গুণাবলি জীবনের একটি বা দুটি বিষয় ছাড়িয়ে আরও বিস্তৃত হতে সক্ষম হয়েছে। পক্ষান্তওে, রসুল সা.-এর জীবনে এমন কোনো একটি দিক ছিল না যা ছিল দুর্বল। তিনি ছিলেন পরিবেশের ঊর্ধ্বে। বিপরীতধর্মী গুণের সমাহারও ছিল তাঁর মাঝে। যেটা অসাধারণ। যেমন সম্পদের পাহাড় তাঁর সামনে আর সেগুলো অনুসারীদের মাঝে বিলিয়ে দেয়ার পর নিজে রইলেন অভুক্ত। তিনি বাদশা অথচ নিজেই নিজের কাজ করতেন শ্রমিকের মতো। মানুষকে যেখানে পরিবেশ ঘিরে ফেলে ও একাকার করে নেয়, সেখানে তিনি পরিবেশকে তাঁর মতো করে একাকার করেছেন। তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানবতার দিনবদল করেছেন তাঁর দর্শন দিয়ে। কাজেই তাঁর দর্শনের কথা বলে কেও যদি জঙ্গীপনা, সন্ত্রাস বা পরনিন্দায় লিপ্ত হয়, তবে বুঝতে হবে এর মধ্যে কোনো গভীর ষড়যন্ত্র আছে। মুহাম্মদ সা.ও ইসলামকে হেয় করাই তাদের টার্গেট।

মানুষের সামাজিক মর্যাদা ও নারীমুক্তির শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ

ঘুণে ধরা সমাজকে তিনি সংস্কারের মাধ্যমে একটি অনুকরণীয় আদর্শ সমাজে পরিণত করেন। তিনি ঘোষণা করেন, কালোর উপর সাদার বা সাদার উপর কালোর, আরবের উপর অনারবের আলাদা কোনো প্রাধান্য নেই। দাস প্রথার উচ্ছেদে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তিনি। তাদের মুক্তিতে উৎসাহিত করেন তিনি। মানুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ নজীর ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন বিলাল রা.। অনেক দাস পরবর্তী পর্যায়ে সেনাপতি ও শাসকের আসনে আসীন হয়েছেন। তাঁর নিকট কোনো ধরনের লিঙ্গ বৈষম্য তো ছিলই না পক্ষান্তরে ঐ সমাজে নারীদের যে অবস্থা ছিল সে অবস্থা থেকে যেভাবে তাদেরকে উঠিয়ে এনেছেন স্পষ্টত মনে হয়েছে যে নারীদের তিনি যোগ্য সম্মান দিয়েছেন। কিছু উদাহরণ না দিলেই নয়- রসুল সা. বলেছেন, 'জ্ঞানার্জন করা (নারী-পুরুষ) উভয়ের জন্য ফরজ (অবশ্য কর্তব্য)'।[১৪] অন্যত্র বলেছেন, 'মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত'।[১৫] তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, একজন নারী একজন মা, আর মা জন্ম দেন একটি পরিবার। বাজার থেকে কোনো খাদ্যবস্তু আনলে আগে মেয়ে থেকে শুরু করার জন্য বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, কন্যা সন্তানকে উত্তমভাবে লালন পালন করে পাত্রস্থ করতে পারলে প্রত্যেকটি কন্যা সন্তানের জন্য একটি করে বেহেশত থাকবে। একদা এক সাহাবি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আমি কাকে সম্মান দেখাব? রসুল সা. পর পর তিনবার তার মাকে আর চতুর্থবার তার বাবাকে সম্মান দেখানোর কথা বলেছেন। বিয়ের ক্ষেত্রে যৌতুককে তো হারাম করেছেনই পক্ষান্তরে মোহরানাকে করেছেন শরিয়াহর অত্যাবশ্যকীয় বিধান। বিয়ে করা বৈধ স্ত্রীকে মোহরানা পরিশোধের পূর্বে অনুমতি ছাড়া স্পর্শ করা অবৈধ। এমনকি মোহরানার ব্যাপারে স্ত্রীকে ক্ষমা করার জন্য বাধ্য করাও যাবে না। বিয়ের ক্ষেত্রে পুরুষের যেমন মেয়ে দেখা ও পছন্দের বিধান আছে, মেয়েদের বেলায়ও তার পছন্দ অপছন্দের প্রতি সমান গুরুত্ব দিয়েছেন রসুল সা.। তাদের মধ্যে কোনো সমস্যা হলে কী ধরনের ভূমিকা পালন করতে হবে তার স্পষ্ট দিক নির্দেশনাও দিয়েছেন তিনি। তিনি এমন মহান ব্যক্তি যিনি দুধ-মা হালিমাকে গায়ের চাদর বিছিয়ে দিয়ে বসার ব্যবস্থা করেছেন।[১৬] এভাবেই নারীকে তিনি সম্মানের উচ্চাসনে বসিয়েছেন। তারপও কোন যুক্তিতে কারা নারী অধিকারের ব্যাপারে ইসলাম ও মুহাম্মদ সা.-কে দোষ দেয় এগুলি আমাদের আলোচনায় আসতে হবে ও প্রচার করতে হবে।

আমরা নারী মুক্তির প্রবক্তা হিসেবে কেট মুলেট (Kate Mollet), জার্মেন গ্রিয়ার (Germaina Greer) বা এ্যানি নুরাকীল (Anne Nurakil)-এর নাম উচ্চারণ করি। এ ছাড়া মেরি উলস্টন, এনি ব্যাসান্ত, প্যাঙ্ক হাস্ট, মার্গারেট সাঙ্গার, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রমুখ মহীয়সীর বিরামহীন সংগ্রামের ইতিহাস আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। কিন্তু মানবসভ্যতার ইতিহাসে নারীর অধিকার যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন একমাত্র রসুল মুহাম্মদ সা.।

এছাড়া গিলিলিও বাসেতি, আলফ্রেড গুইয়াম, মনীষী লামাট্রিন, উলিয়াম মুর, উইল ডুরান্ট, কবি গেইটে, উইলিয়াম হাট, পণ্ডিত নেহেরুসহ অসংখ্য অমুসলিম পণ্ডিত বুদ্ধিজীবী, মনীষী, কবি, শিল্পী, ঐতিহাসিক, লেখক ও বিজ্ঞানী, যারা সত্য ও সুন্দরকে নিরপেক্ষভাবে জানার চেষ্টা করেছেন ও জেনেছেন, তারা পৃথিবীর ইতিহাসে মুহাম্মদ সা. কে-ই শ্রেষ্ঠ নায়কের আসনে বসিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের। আমরা খুবই ছোটখাট বিষয়কে কেন্দ্র করে বহুধা বিভক্ত চিন্তায় লিপ্ত থাকি। কখনো কখনো জঙ্গী ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে ইসলামের নাম ব্যবহার করে ইসলামকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলি । আর কপট মুসলমান ও প্রকৃত জঙ্গীরা এতে উৎসাহিত হয়।

দুষ্ট প্রকৃতির অমুসলিম ও ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্তের জালে আমরা আটকে যাই। আফসোস! ঐ অবুঝ মুসলমানদের জন্য যারা সত্যটি বুঝেও কপটতার আশ্রয় নিয়ে কিংবা বিশেষ স্বার্থ হাসিলের জন্য মুহাম্মদ সা.-এর চিন্তার বিপক্ষে অবস্থান নেয় শুধু অর্থ ও ক্ষমতার মোহে।

সুতরাং রসুল রা.জীবনে অন্য কিছু না করলেও শুধুমাত্র নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর যে অবদান, এর জন্যই বিশ্ব দরবারে তার স্থান উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত থাকবে এ কথা বললে তা মোটেও অত্যুক্তি হবে না। তবে সচেতনতা ও অজ্ঞতার কারণে আমাদের সমাজের কিছু লোক সামাজিক সুবিচার ও ভারসাম্য রক্ষার মূর্ত প্রতীক ইসলামের পর্দা প্রথা ও বণ্টননামার উপর প্রশ্ন তোলেন। অবশ্য সুবিধাভোগী জ্ঞানপাপীরা যুগ যুগ ধরেই আছে ও থাকবে। এতে ইসলামের কোনো ক্ষতি হবে না। পক্ষান্তরে, তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করছে। আসল কথা হলো, ইসলাম নারীদের সম্পত্তিতে যতটুকু অধিকার দিয়েছে অন্য কোনো ধর্মে তার ছিটে ফোঁটাও নাই। একটি বিষয় আমরা লক্ষ্য করি, ছেলে যখন বড় হয় তখন তার যে আয় রোজগার তা বাবা-মার নিকট দেয়, বাবা মা যে সম্পদ অর্জন করেন সেখানে ছেলের আয়ও আছে। পক্ষান্তেরে, মেয়ের কোনো আয় বাবার সংসারে যায় না, সেটি স্বামীর সংসারে বা তার নিজের থাকে। বাবা মা অসুস্থ হলে বা সম্পদ না থাকলেও ছেলের উপরই তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ববর্তায়, মেয়ের উপর নয়। বিশেষ কথা হলো, ইসলামের বণ্টননীতিতে নারীর যে অংশটুকু পাওনা, তা তাদেরকে সঠিকভাবে পাইয়ে দিতে কেউ সহযোগিতা করতে চায় না। এমনকি বিভিন্ন দেশের মুসলিম সরকার প্রধানগণও ফাঁকা বুলি প্রচার করে তাদেরকে অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখে। পরিবারে পুরুষ এবং সমাজপতি, এমনকি কোনো কোনো সময় মাও পুত্রদের পক্ষাবলম্বণ করে কন্যা সন্তানদের অধিকার বঞ্চিত করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেন। তারা বলেন মেয়েদের বাড়িতে বা অস্থাবর সম্পত্তিতে অধিকার নাই। অনেক সময় নারীরা আইনের আশ্রয়ও নিতে পারে না। প্রশাসনও তাদের পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে না। তাই নারীদের অধিকার আদায়ে খুব কষ্ট হয়, অথবা কম পায় অথবা বঞ্চিতই থেকে যায়। রসুল সা.-এর আদর্শ যদি কেউ মানে তাহলে অবশ্যই নারীর পাওনা নারীকে চাইবার পূর্বেই বুঝিয়ে দিতে হবে।

সন্ত্রাস দমনে মুহাম্মদ সা.

সন্ত্রাস দমন ও নির্মূলে রসুল সা. ছিলেন সিদ্ধহস্ত। একদা একদল ইহুদি মুহাম্মদ সা.-এর নিকট এসে আরজ করল যে, আমরা যে এলাকায় আছি সে এলাকার আবহাওয়া খুবই খারাপ। আমরা প্রত্যেকেই মারাত্মকভাবে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ছি। তখন রসুল সা. তাদেরকে উটের দুধ ও পেশাব খেতে বললেন, তারপর তারা তা খেলো এবং সুস্থ হয়ে গেল। ইহুদিরা যাওয়ার পথে মুহাম্মদ সা.-এর উটের দেখাশুনাকারী খাদেমকে হত্যা করে সাহাবীসহ আরও অনেকের উট তারা লুট করে নিয়ে যাচ্ছিল। সুরা মায়েদার ৩৩ নং আয়াতের আলোকে রসুল সা. তাৎক্ষণিকভাবে তাদের বিচার করে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন।

প্রাণিরকূলের সাথে বন্ধুত্ব

সামাজিক নিরাপত্তা ও পরমত সহিষ্ণু পরোপকারী দরদপূর্ণ নীতির কারণে তিনি তাঁর সাথীদের মাঝেই শুধু নন, ভিন্ন মত পথ ও দেশের লোকদের নিকটও ছিলেন একজন মহান ব্যক্তিত্ব। জীবজন্তু পশুপাখি বৃক্ষরাজি সবই ছিল তার বন্ধু। একটি উদাহরণে তা পরিস্কার হয়ে যাবে, একদা রসুল সা. দাঁড়িয়ে সাথীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁর চাদরের একটি অংশ নীচে পড়েছিল, একটি বিড়াল এসে সেখানে বসেপড়ল,

অতঃপর ঘুমিয়ে গেল রসুল সা.-এর বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর এ অবস্থা দেখে তিনি সাহাবিদের একটি কাঁচি আনতে বললেন, তারপর সে কাঁচি দিয়ে চাদরটি কেটে যে অংশে বিড়াল ঘুমিয়ে ছিল সে অংশটি সেখানে রেখে তিনি চলে গেলেন। মানবতাবাদ আর মাহাত্ম্য কাকে বলে জলন্ত নজীর তিনি মুহাম্মদ সা.। এ এক জ্বলন্ত নজির।

উচ্চশিক্ষায় উৎসাহ ও বীর সৃষ্টির উৎস

জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি তার সাথীদের পথ পাড়ি দেয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে বলেন, "যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য পথে বের হয়, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।[১৭] আর এই জন্যই তাঁর অনুসারীরা জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে আকাশের নীলিমায়, চন্দ্রের সুষমায়, পবনের হিল্লোলে, সমুদ্রের কল্লোলে, হৃদয়ের স্পন্দনে, আত্মার ক্রন্দন আর আনন্দে, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে, অন্তর্যামীর সন্তুষ্টির জন্য জন্ম দিয়েছেন সত্যিকার অর্থে বিজ্ঞানের। ঐতিহাসিক ফিলিপ খুরি হিট্টির ভাষায়, 'মহানবি সা. ইন্তেকালের পর স্থির আরব যেন ম্যাজিক বলে মহান বীরদের একশালায় পরিণত হয়। সংখ্যায় ও মানে যার তুলনা পাওয়া দুষ্কর'।[১৮]

তিনি বৈষয়িক ও নৈতিক জ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন। দুনিয়ার আর কোথাও কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করা হয় নাই একমাত্র শিক্ষার ক্ষেত্রেই পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের মধ্যে যেমন কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেন,

> যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?[১৯]

তাই রসুল সা. শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে একজন উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষক ও অভিভাবক ছিলেন।

শোষনমুক্ত সমাজের গোড়া পত্তনকারী

রসুল সা. লাগামহীন ভোগবাদী ও পুঁজিবাদী মানসিকতা বা মনোভাবকে সর্বদাই অপছন্দ করতেন। একদা নিজের হাতে খাদ্য বিলিয়ে দিয়ে নিজ ঘরে গিয়ে দেখলেন কোনো খাবার নেই, রসুল সা. খাননি, এমন খবর যদি লোকজন বুঝে ফেলে তাহলে তারা না খেয়ে তাদের খাবারগুলো রসুলের জন্য নিয়ে আসবে। সাধারণ লোকজন যেন বুঝতে না পারে যে রসুল খাননি, সেজন্য পেটে পাথর বেঁধে পেটটি একটু উঁচু করে রেখেছিলেন তিনি। একবার বেলাল রা.-এর কাছে তিনি দেখতে পেলেন বেশ কিছু খেজুর জমা হয়ে আছে। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, বেলাল এসব কী? বেলাল রা. জবাব দিলেন, 'হে আল্লাহর রসুল সা. কিছু সঞ্চয় করে রাখছি যাতে দুঃসময়ে কাজে আসে'। নবি সা. বললেন, 'তোমার কি এই ভয় হয় না যে, এটা জাহান্নামের দগ্ধখণ্ডও হতে পারে? বেলাল, খরচ করতে থাক অভাবের আশঙ্কা করো না'।

সামাজিক ন্যায়বিচার

সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও শাসক হিসেবে রসুল সা. ছিলেন অনন্য এক উজ্জ্বল ধ্রুবতারা। মহানবি মুহাম্মদ সা. বলেন, রাষ্ট্রপতি দায়িত্বশীল, তাকে তার অধীন প্রজা-সাধারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে এবং নারী তার স্বামী-গৃহের কর্ত্রী, তাকে তার অধীনদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে, আর খাদিম তার মনিবের ধন-সম্পদ-আসবারের রক্ষক তাকেও তার অধীনকৃত সব কিছু সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।[২০] রসুল সা. বলেছেন, বিচারক তিন প্রকার, এক প্রকার জান্নাতী আর দু-প্রকার জাহান্নামী। জান্নাতী তিনি যিনি সত্য অবগত হয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করেন। আর যে ব্যক্তি জেনে শুনে অন্যায় ফয়সালা দান করে বা সত্য না জেনে আন্দাজের উপর বিচার কার্য পরিচালনা করে। তারা

উভয়ই জাহান্নামী।[২১] আলী রা.-এর নীতিমালাগুলির একটি হচ্ছে জটিল কিংবা সংখ্যাধিক্যের কারণে বিচারকদের কখনোই মেজাজের ভারসাম্য হারানো উচিত নয়। রসুল সা. বলেছেন, ন্যায় বিচারক আল্লাহর বন্ধু। অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে তিনি যাকাতভিত্তিক যে অর্থনৈতিক মতবাদ উপহার দিয়ে গিয়েছেন তা ইতিহাসে কিয়ামত পর্যন্ত সোনালী অক্ষরে মাইল ফলক হয়ে থাকবে। মদিনা সনদ, বিদায় হজ্বের ভাষণ, মেরাজ গমন, হুদায়বিয়ার সন্ধি, বিভিন্ন যুদ্ধ পরিচালনা সবকটিতেই তিনি যুগ ও কালের শ্রেষ্ঠ শাসক ও নেতা হিসেবে আদর্শ হয়েছিলেন, আছেন ও থাকবেন।

তাঁর শাসনব্যবস্থায় ধনী-দরিদ্র আরব-অনারব সাদা-কালো ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই ছিল সমান। সকলের প্রতি ছিল তার অগাধ ভালোবাসা ও ইনসাফ। রসুল সা. ছিলেন অতি উঁচুস্তরের একজন নেতা। জর্জ বানার্ড শ বলেছেন, Getting Marred নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন- If all the world was to be united under one leader then Muhammed (SAAS) would have been the best-fitted man to lead the people of various needs, dogmas and ideas to peace and happiness. অর্থাৎ, যদি সমগ্র বিশ্বের ধর্ম সম্প্রদায় আদর্শ ও মতবাদসম্পন্ন মানব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে কোনো নায়কের শাসনাধীনে আনা হতো তা একমাত্র মুহাম্মদ সা. সর্বাপেক্ষা সুযোগ্য নেতারূপে তাদের শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করতে পারতেন।[২২]

বিভিন্ন মনীষীদের দৃষ্টিতে মুহাম্মদ সা.

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার মতো নির্ভরযোগ্য প্রকাশনাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে স্বীকৃতি প্রদান করেছে যে, He, Muhammad (SAAS), is the most succesfull of all Prophets and religious personalities. অর্থাৎ- জগতের সর্ব ধর্ম প্রবর্তক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের মধ্যে তিনি- মুহাম্মদ সা. সর্বাপেক্ষা সফলকাম।[২৩]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে এডওয়ার্ড গীবন (১৭৩৭-১৭৯৪) নবিজী সম্পর্কে বলেন, 'মুহাম্মদ সা.-এর চরিত্র ছিল সুষমামণ্ডিত ও ধ্যানমগ্ন চিত্তের কর্ম প্রয়াস। তাঁর ধর্মে স্থায়িত্বই আমাদের কাছে পরম বিস্ময়।[২৪]

"বিখ্যাত মনীষী টমাস কার্লাইল (Thomas Carlyle) ১৮৪০ সালে এডিনবার্গে আয়োজিত On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History শীর্ষক সভায় The Hero as Prophet শিরোনামে প্রদত্ত ভাষণে বলেছেন, শুধুমাত্র মানুষের মধ্যেই নয়, ঈশ্বর প্রেরিত দূত বা নবিদের মতো অসাধারণ ব্যক্তিত্বদের মধ্যেও নায়ক এর স্থান অধিকার করে রয়েছেন সুদূর আরবের উষ্ট্রচালক মুহাম্মদ সা.। তিনি মুহাম্মদ সা.-কে একজন আন্তরিক নেতা হিসেবে চিহ্নিত করেন[২৫]। তাঁরই সমসাময়িক অন্য এক ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিক বলেন, 'পৃথিবীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কোনো মানুষ এতখানি প্রভাব ফেলতে পারেনি, মানুষের ধর্মীয় নৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যতখানি আরব মুহাম্মদ সা. করেছেন'।[২৫] কুরআনে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ঘোষণা করেছেন জগতের রহমত ও সায়্যেদুল মুরসালিন হিসেবে।

তাঁর বিনয় ও নম্রতা ছিল তুলনাহীন, অতিরঞ্জিত ও অযথার্থ গুণকীর্তন তিনি অপছন্দ করতেন। অনাড়ম্বরের প্রতি ছিল সহজাত সম্মতি, ধর্মের ব্যাপারে তিনি ছিলেন মধ্যপন্থার সমর্থক। নিজের কাজ নিজেই করা পছন্দ করতেন বেশি। প্রতিবেশী ও অন্যদের সাথে তাঁর ছিল সামাজিক সুসম্পর্ক। যে বুড়ি পথে কাঁটা দিতেন সেই বুড়ি অসুস্থ

হয়ে পড়লে তিনি তাকে দেখতে গিয়েছিলেন। মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে স্বভাব কবি জয়নাথ লিখেছেন,

পাঠাইল ভগবান শেষ পেগাম্বর
মুহাম্মদ নাম তার শোন নারী-নর,
তাহার জীবনামৃত অতি সুললিত
পান করে সর্ব জাতি হবে পুলকিত॥[২৬]

তিনি একটি সুন্দর মন ও সংস্কৃতিবান ব্যক্তি ছিলেন। যার উদাহরণ আমরা পাই ছন্দের যাদুকর বিখ্যাত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতয়-

"জোটে যদি মোটে একটি পয়সা খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি
দুটি যদি জোটে তবে অর্ধেকে ফুল কিনে নিও হে অনুরাগী॥"

এই মহান নেতা ও রসুলের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁরই আনা জীবন বিধান পালন করার এক প্রতিষ্ঠান- মসজিদ সম্পর্কে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেন-

"মসজিদেরই ঝাড়ুবর্দার হউক আমার এ হাত
শোন শোন ইয়া ইলাহী আমার মোনাজাত।"[২৭]

বর্তমান প্রেক্ষাপট ও আমাদের করণীয়

বর্তমান বিশ্ব প্রতিনিয়ত যে সব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সে সকল সমস্যার সমাধান করে সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়তে, শান্তি নিশ্চিত করতে, মুহাম্মদ সা.-এর দেখানো জীবন ও দর্শনের প্রতি আমাদের গভীর মনোনিবেশ করতে হবে। তাঁর আদর্শকে জীবনের প্রতিটি স্তরে বাস্তব রূপ দিতে হবে। আমরা জানি প্রতিহিংসার কারণে মূল ইবাদতের মাধ্যমে সঞ্চিত পূণ্যগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। দাড়ি-টুপি আলখেল্লা আর তাহাজ্জুদ পড়া বুজুর্গির ফলাফল শূন্য- শুধু প্রতিহিংসা আর বিদ্বেষ মনোভাব পোষণের কারণে। অন্যদিকে, মিথ্যা আর প্রতিহিংসা মানুষকে শিরকের দিকে নিয়ে যায়। জঙ্গীপনা, সন্ত্রাস, গুম ও নিরপরাধ মানুষকে হত্যা- এটি একটি জুলুম আর সেটি যদি হয় ধর্মের নামে তখন এটি আরও ভয়াবহ। তারা যতই মুখে বলুক আমরা মুসলমান এবং মনে মনে যদি বিশ্বাসও করে যে আমরা মুসলমান, তথাপি তাদের পরকালিন প্রাপ্তি তিরস্কার। আজকের প্রেক্ষাপটে মহানবিকে যদি প্রকৃত অনুসরণ করা হয় তাহলে সার্বিক কল্যাণ আসবেই। তবে শর্ত হলো, কোনো অবস্থাতেই প্রতিহিংসাপরায়ণ হওয়া যাবে না। স্বয়ং আল্লাহ প্রতিহিংসাকারীদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন,

> (হে নবি আপনি বলুন) হিংসুক ব্যক্তি (সব ধরনের হিংসার) অনিষ্ট থেকে ও (আমি তোমার আশ্রয় চাই) যখন সে হিংসা করে।[২৮]

বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক সৈয়দ বদরুদ্দোজা এ সম্পর্কে বলেন যে, 'চৌদ্দ'শ বছর পূর্বে মুহাম্মদ সা. ধর্ম এবং দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য যে অভূতপূর্ব প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন, আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে তাহা সম্পূর্ণরূপে সার্থক ও সফল হইয়া উঠিবে এবং মানব জাতি রাব্বুল আলামিনের নির্দেশিত পথে সর্বাঙ্গীন সৌভাগ্য ও সামগ্রিক কল্যাণের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে।[২৯]

কাছিদায়ে গাউছিয়ায় আছে -

"দুটি গুণ নিবে রসুলের কাছে
নিজের স্বভাবে আনবে দ্যুতি
একটি নবির অবারিত দয়া
আর সবার জন্য সহানুভূতি।"[৩০]

মুহাম্মদ সা. নিজেই বলেছেন, আমি তোমাদের নিকট চরিত্রকে পরিপূর্ণতা দানের জন্য প্রেরিত হয়েছি।[৩১] কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন- হে নবি মুহাম্মদ! তুমি নীতি নৈতিকতা ও উত্তম চরিত্রের সর্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠত।[৩২]

মুহাম্মদ সা.-কে অনুসরণ ও অনুকরণ করার জন্য তাঁর একটি গুণ ই-যথেষ্ট যে, তিনি আল্লাহর রসুল। রসুল সা.-এর জীবন দর্শন এতো বিশাল ও ব্যাপক যে, আজকের বিশ্ব (বিশেষ করে জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাস) প্রেক্ষাপটে তা আলোচনা করে শেষ করা প্রায় অসম্ভব ও অত্যন্ত দূরূহ একটি গবেষণা কর্ম। মুহাম্মদ সা.-এর জীবনী লিখতে গিয়ে খ্রিষ্টান ঐতিহাসিক উইলিয়াম মুর যথার্থই বলেছেন- He was the master mind not only of his own age but of all ages. অর্থাৎ 'মুহাম্মদ সা. যে যুগে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাকে শুধু সে যুগেরই একজন মনীষী বলা হবে না বরং তিনি ছিলেন সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী'।[৩৩]

আর কাল বিলম্ব নয়। ভয়কে জয় করে, নির্যাতন ও কষ্টকে অলংকার ভেবে সামনে অগ্রসর হতে হবে। এখন আমরা পৃথিবীটাকে যদি সুন্দর দেখতে চাই, জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাস মুক্ত দেখতে চাই, পরকালের মুক্তি চাই, আল্লাহর রঙ্গে রঙ্গিন হতে চাই, আমদের ভাগ্যের পরিবর্তন চাই, সামাজিক ন্যায় বিচার চাই, মানুষের মধ্যে সোহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক চাই, তাহলে আসুন যাবতীয় অন্যায়, অগণতান্ত্রিক ও অসত্যের পথকে না বলিযাবতীয় অপরাধ, জঙ্গীপনা, সন্ত্রাস ও হিংসা-দ্বন্দ্বকে না বলি। 'মানুষের কল্যাণে মানুষ' এই বক্তব্যকে হ্যাঁ বলি। রসুল মুহাম্মদ সা.-এর পথে চলি। তাঁকেই একমাত্র সত্যের মাপকাঠি হিসেবে মান্য করি। তাহলেই শান্তি আর অগ্রযাত্রা থাকছে আমাদের জন্য অবারিত।

বিশিষ্ট লেখক ও মনীষী উইলিয়াম এইচ হার্ট যথার্থই বলেছেন, 'বর্তমান অশান্ত বিশৃঙ্খল ও দ্বন্দ্বমুখর আধুনিক বিশ্বে বিশ্বনবি মুহাম্মদ সা.-এর আদর্শকে অনুসরণ করা হলে বিশ্ব শান্তিও একটি অপরাধমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা নিঃসন্দেহে সম্ভব'।[৩৪]

নবুয়াতের দশম বছর শাওয়াল মাসে রসুল সা. মক্কা থেকে আট মাইল দূরে তায়েফে পদব্রজে দ্বীনের দাওয়াতি কাজে বের হলেন, সঙ্গে ছিল তাঁর ক্রীতদাস যায়েদ ইবনে হারেস। দশদিন সেখানে দাওয়াতি কাজ করার পরেও কাউকে তিনি দাওয়াত গ্রহণ করাতে না পেরে অবশেষে ভগ্নহৃদয়ে নানা কষ্ট নিয়ে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। ফিরতি পথে তায়েফবাসী পথের দুপাশে ভিড় করে বিভিন্নভাবে রসুল সা.-কে পাগল আখ্যা দিয়ে অশ্লীল কথাবার্তায় দুষ্টু ছেলেদেরকে উত্যক্ত করতে তাঁর পিছনে লেলিয়ে দেয়। ঐ ছেলেরা তাঁকে পাগল বলতে বলতে পাথর দিয়ে আঘাত করতে থাকে, আঘাতে আঘাতে রসুলের পাদুকা রক্তাক্ত হয়ে গেল, পায়ের গোড়ালিতে ক্ষতের সৃষ্টি হলো।[৩৫]

একপর্যায়ে তিনি মাটিতে পড়ে পিপাসায় কাতরাচ্ছিলেন। পাশেই মক্কার ওয়ালীদের বাগান ছিল, কিন্তু পাষণ্ডরা তাঁকে তৃষ্ণা নিবারনের মতো এক পেয়ালা পানিও দিল না। ভৃত্য যায়েদের সহযোগিতায় রসুল মুহাম্মদ সা. আবার

চলতে শুরু করলেন। ছেলেরা আবারও পাথর মারতে থাকল, তিনি হাঁটছেন অতি কষ্টে এমন সময় জীবরাঈল আ. এসে তাকে (রসুল সা.-কে) সালাম দিয়ে বললেন 'হে আল্লাহর রসুল সা.! আপনি অনুমতি দিলে আল্লাহর হুকুমে এই তায়েফবাসীকে মাটিচাপা করে দিতে চাই। মুহাম্মদ সা. জবাব দিলেন না- হয়তো এরা আমার কথা বুঝে নাই অথবা আমি তাদেরকে সেভাবে বুঝাতে সক্ষম হই নাই'।[৩৬] কি আর্শ্চয! এমন প্রতিশোধের সুযোগ পেয়েও তিনি কি জবাব দিলেন! এটাই শেষ নয়। অপপ্রচার করা হলো রসুল সা.-এর নামে, তাঁর দলের লোকদের নামে, যেমনটি তাঁর প্রকৃত অনুসারীদের বেলায় এখনও হয়। মক্কা ও তায়েফবাসী এত নির্যাতন করার পর মুহাম্মদ সা. কীভাবে তার জবাব দিলেন? এইজন্যই তো মহান আল্লাহ কুরআনে তাঁকে উদ্দেশ্য করে ঘোষণা করলেন, হে রসুল আমি আপনাকে জগতের একমাত্র রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি।[৩৭]

সে রাহমাতুল্লিল আলামীন মক্কাবিজয়ের পর মক্কার অমানুষগুলোকে করুণ বিজড়িত কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন, 'পুরাকালে হযরত ইউসুফ আ. তাঁর ভ্রাতাগণকে যা বলেছিলেন আমিও তোমাদেরকে উহার পুনরুক্তি করব। আজ তোমাদের প্রতি কেনোই অভিযোগ নাই, যাও, তোমাদেরকে মুক্তি প্রদান করলাম, তোমরা স্বাধীন'।[৩৮]

উপসংহার

রসুল সা.-এর আর্দশ আর আমাদের বর্তমান অবস্থার পার্থক্য কতটুকু, আমরা কি তাঁর আদর্শে আছি? থাকলে কত অংশ আছি? কোন স্তরে আছি? সত্যের সাক্ষ্য দিচ্ছি কি না? অন্যায়ের প্রতিবাদ করছি কি না? রসুল সা.-এর জীবন-দর্শনের আলোকে এখনই আমরা আমাদের অবস্থান জেনে নিই। কারণ এ দর্শন যারা পূর্ণভাবে গ্রহণ করে সে আলোকে কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করবে তাদের দ্বারাই বর্তমান বিশ্বে বিরাজমান সমস্যার সফল ও নিশ্চিত সমাধান সম্ভবপর হবে। তাই সবার আগে আমাদের উচিত রসুল সা.-এর জীবন দর্শনে ফিরে আসা।

Endnotes

1. Al-Hakim, A. A. (1990). Mustadrak Hakim, Darul Kutubul Ilmiyah, Beirut, Hadith No- 4175, Sohih.
2. Gibbon, E. (1906). The Decline and Fall of the Roman Empire, Fred de Fau and Company, New York, Pp. 101-2.
3. Tirmiji, M. B. I. (1998). Sunanut Tirmiji, Darul Garbil Islami, Beirut, Hadith No-884, Sohih.
4. Ibnu Hisham, A. M. B. H. (1995). As-Siratunnababiyah, Darus Sahaba, Tanta, 1/133-34.
5. Al Qur'an, 2:275.
6. Al Qur'an, 78:11.
7. Al Qur'an, 2:198.
8. Al-Qaderi, A. A. B. H. (1985). Kanjul Ummal, Muassatur Risalah, Beirut, Hadith No-9382, Hasan.
9. Bukhari, A. A. M. B. I. (2002). Sohih Al-Bukhari, Daru Ibnu Kasir, Beirut, Hadith No-2114.

10. Al Qur'an, 33: 21.

11. Al Qur'an, 96: 1.

12. Ibnu Majah, A A. M. B. Y. (2009). Sunan Ibnu Majah, Darur Risaladul Alamyah, Beirut, Hadith No- 229, Zoif.

13. Bukhari, A. A. M. B. I. (2002). Sohih Al-Bukhari, Daru Ibnu Kasir, Beirut, Hadith No-3905.

14. Ibnu Majah, A A. M. B. Y. (2009). Sunan Ibnu Majah, Darur Risaladul Alamyah, Beirut, Hadith No- 224, Sohih.

15. Ahmad, A. A. M. B. A. B. H. (1995). Musnad, Muas-sasatur Risalah, Beirut, Hadith No-15538, Hasan.

16. Abu Dawd, S. B. A. B. I. (2009). As Sunan, Darur Risalatul Ilmiyah, Beirut, Hadith No- 5144, Sohih.

17. Muslim, I. H. A. H. A. Q. (1998), Sohih Al-Muslim, Daru Yahyautturasil Arabi, Beirut, Hadith No- 2699, Sohih.

18. Hossain, K. M. Y. (2014). Islamer Itihas, Progoti Publishers, Bangla Bazar, Dhaka, P. 82.

19. Al Qur'an, 39: 9.

20. Bukhari, A. A. M. B. I. (2002). Sohih Al-Bukhari, Daru Ibnu Kasir, Beirut, Hadith No- 893, Sohih.

21. Abu Dawd, S. B. A. B. I. (2009). As Sunan, Darur Risalatul Ilmiyah, Beirut, Hadith No. 202, Sohih.

22. Shaw, G. B. (1908). Getting Married, Constebleand Company, London, p. 155.

23. Hossain, K. M. Y. (2014). Islamer Itihas, Progoti Publishers, Bangla Bazar, Dhaka, p. 125.

24. Gibbon, E. (1906). The Decline and Fall of The Roman Empire, Fred de Fau and Company, New York, pp. 1/81.

25. Carlyle, T. (2013). On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History, Yale University Press.

26. Zaman, A. M. (2002). Muhammader Nam, Oanonna, Bangla Bazar, Dhaka, p. 39.

27. Ibid., p. 22.

28. Ibid., p. 28.

29. Al Qur'an, 113: 5.

30. Zaman, A. M. (2002). Muhammader Nam, Oanonna, Bangla Bazar, Dhaka, p. 25.

31. Ibid., p. 27.

32. Al-Hakim, A. A. (1990), Mustadrak Hakim, Darul kutubul Ilmiyah, Beirut, Hadith No. 4221, Sohih.

33. Hart, M. H. (2005). The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History, Trans. General Akbar Hossain Khan, Chowdhuri and Sons, Dhaka, p. 17.

34. Al Qur'an, 68: 4.

35. Hart, M. H. (2005). The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History, Trans. General Akbar Hossain Khan, Chowdhuri and Sons, Dhaka, p. 15.

36. Latif, A. (1996). Sirate Sayedul Mursalin, Saudia Kutubkhana, Dhaka, p. 120.

37. Bukhari, A. A. M. B. I. (2002). Sohih Al-Bukhari, Daru Ibnu Kasir, Beirut, Hadith No. 3231, Sohih.

38. Al Qur'an, 21: 107.

39. Al-Baihaqi, A. B. H. (2003), As-Sunul Kubra, Darul Kutubil Ilmiyah, Beirut, Hadith No. 18275, Sanad Mursal.